বিজয়নগরের 'নায়ক' প্রথা বা 'নায়ঙ্কর' প্রথা বলতে কী বোঝ ?

বিজয়নগরে কর আদায় করার জন্য চারটি প্রথার প্রচলন ছিল। এর প্রথম প্রথা- হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত কর্মচারী সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। দ্বিতীয় প্রথা - অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর আদায় করার জন্য কোন বিশেষ রাজকর্মচারীকে 'ইজারা' দিত। তৃতীয় প্রথা - অনুযায়ী সরকার গ্রামের নির্বাচিত কোন গোষ্ঠীর মাধ্যমে কর আদায় করার ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হত। চতুর্থ প্রথাটি ছিল- 'নায়ক' নামে এক বিশেষ ধরনের ভূস্বামীর হাতে সাম্রাজ্যের বিশেষ কোনো কোনো অংশের কর আদায়ের জন্য ইজারা প্রদান। ইজারা প্রাপ্ত নায়করা বিজয়নগরের সামরিক ব্যবস্থার সঙ্গেও জড়িয়ে ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, 'নায়ক' প্রথাটি কী ? দক্ষিণ ভারতের অনন্য ইতিহাস রচয়িতা কে.এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী নায়ক প্রথা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, 1565 খ্রি. পর্যন্ত নায়করা বিজয়নগরের রাজার ইচ্ছাধীন ছিলেন। পরে তারা 'আধা স্বাধীন' হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি 'A History of South India' গ্রন্থে লিখলেন নায়করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ ছিলেন। আরো পরে 1960 সালের সংশোধিত বক্তব্যে দেখালেন যে, ' বিজয়নগর সাম্রাজ্য কে বহুসংখ্যক নায়কশাসিত সামরিক সংঘ হিসেবে দেখাই উচিত'। অন্যদিকে টি.ভি. মহালিঙ্গম দেখাতে চান যে, বিজয়নগরের প্রশাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল 'নায়ঙ্কর' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজা নায়ক দের হাতে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ভার দিতেন। তারা আদায়ীকৃত রাজস্বের এক নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। ভূমি রাজস্ব আদায় করা ছাড়াও তারা সামরিক দায়-দায়িত্ব এমনকি প্রশাসনের দেখভালো করতেন।

বিজয়নগরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পেছনে যেমন শাসকগোষ্ঠীরা শিল্প ও বানিজ্যে উৎসাহ দিয়েছিল, তেমনি আঞ্চলিক নায়করা কৃষিতে যথেষ্ট নজর দিতেন। তুঙ্গভদ্রা নদীতে বাঁধ দিয়ে একদিকে যেমন দেবরায় বিজয়নগর শহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন, আবার এই বাঁধের জলকে সেচের কাজে লাগিয়ে সমুন্নতি ঘটানো হয়েছিল। এই কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে 'নায়ক' ও 'অমর- নায়ক' দের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরা রাজাকে সৈন্য জোগাত এবং তার বিনিময়ে জায়গীর ভোগ করত। 'অমরা' অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির সকল অঞ্চলের জমি বিজয়নগরের রাজারা 'অমর নায়কদের' অর্পণ করেছিলেন। স্টাইনের মতে 'অমর নায়করা' বিজয়নগরের অর্থনীতির সব থেকে একটা বড় অংশ দখল করেছিলেন এবং তারাই রাজার একমাত্র অর্থ সংগ্রহের কাজ করত। সামরিক ও আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী এই সব নায়কদের কর্তৃত্ব অস্বিকার করা রাজার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে তারা আদায়ী রাজস্বের 1/3 অংশ জমা দিত। তার উপর অধিকাংশই উপরি পাওনা হিসেবে আদায় করত। মন্দির গুলির উপরেও নায়কদের বা সামন্তদের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায় সমাজ জীবনেও তারা অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়। এমনকি শহর, বন্দর ও বাজারগুলিও তারা নিয়ন্ত্রণ করত। এমনকি এই সকল স্থানে তারা খাজনা ও শুল্ক আদায় করত। সামন্ত প্রভুরা বা নায়করা প্রভূত ধনশালী হয়ে ওঠে। এরাই পরে 'পলিগার' নামে অভিহিত হয়। এর ফলে রাজা দুর্বল হলে এরা রাজাকেও অমান্য করত। ক্রমে নায়করা খুবই ক্ষমতাশালী ও স্বাধীনতাকামী হয়ে ওঠে। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের পর রাজ শক্তি দুর্বল হয়ে

পড়লে নায়কদের মধ্যে কেউ কেউ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়।

নায়ক গণ বিজয়নগরের প্রায় 75 শতাংশ জমির ভূমি- রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন। স্বভাবতই বিজয়নগরের শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি 'নায়ক- নির্ভর' না হলেও নায়ক দের হাতে অর্থ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বিজয়নগরের অর্থনীতিতে নায়ক প্রথা গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বার্টন স্টাইন লিখেছেন যে, নায়করা অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ায় বিজয়নগরের অর্থনীতি অনেকটাই এই সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। বিজয়নগরের রাজারা নায়কদের ওপর অনেকটাই নির্ভর করতেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় নায়ক দের উপর নির্ভর করা সুবিধাজনক মনে করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিজয়নগরের প্রায় সব রাজাই নায়কদের হাতের পুতুল হয়েছিলেন বলে বার্টন স্টাইন লিখেছেন। তাঁরা নায়কদের সামরিক ও আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতেন। নায়ঙ্কর প্রথার উদ্ভবের সাথে সাথে বিজয়নগর রাজ্যের রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্র এবং সামন্ততন্ত্রের সাথে এই প্রথার সামঞ্জস্যের বিষয়টি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় মনে করেন, বিজয়নগরের নায়ক প্রথাকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে একীভূত করা সঠিক নয়। তিনি লিখেছেন - "যদি শুধু ধরা যায় যে 'নায়ক' মানে এমন একজন যে সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে জমি ভোগ করেছে, তাহলে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার কাছে এটা যেতে পারে। কিন্তু বিজয়নগরের নায়কের সাধারণ মানে একজন ক্ষমতাশালী যোদ্ধা, যে বিজয়নগরের সামরিক ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ এবং যে সব সময়েই তার নিজের অধিকারে জমিদার স্থানীয়"।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :-
1) বিজয়নগরে কি কি পদ্ধতিতে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হত ?
2) নায়ক কারা ?
3) নায়ক দের প্রধান কাজ কি ছিল ?
4) নায়করা বিজয়নগরের শাসন ব্যবস্থায় কতটা প্রভাব ফেলেছিল ?
5) ভূমির রাজস্বের ওপর নায়কদের প্রভাব আলোচনা কর ?

সূত্র নির্দেশাবলী :--
1) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা(১২০৬-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) -- অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি এবং অধ্যাপক অসিত কুমার মন্ডল।
2) ভারতের ইতিহাস (আদি মধ্যযুগ থেকে মধ্য যুগে উত্তরণ - ৬০০-১৫৫৬) -- তেসলিম চৌধুরী।
3) ভারতের ইতিকথা (প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ) -- ড. মানষ ভট্টাচার্য।